

ମାଳାଘେଷ
ମୁଗନ୍ଧ

মানাতের মুগন্ধি

তাহমিনা আক্তার হিরা



মানাতের মুগাঙ্গি

তাহমিনা আক্তার হিরা

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৫

স্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছদ: উবায়দুল্লাহ উমর

নামলিপি: তাসনিম তানি

পৃষ্ঠাসজ্জা: বর্ণকারিগর

প্রকাশনা: ইফফাহ পাবলিকেশন্স, পবা, রাজশাহী

০১৮৬৬৫৬২৪৭২

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : ঢাকা প্রকাশ

০১৭৮৯৮৫৪৬০২

একমাত্র পরিবেশক

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিক্রয়কেন্দ্র

দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা

৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭৮৯-৮৫৪৬০২ (অফিস)

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, Turfa – Our Creative Town,

পর্দা অনলাইন শপ, ইয়াক্বীন মার্ট, দাওয়াহ কর্ণার,

মুদ্রিত মূল্য : ৩৬০৮

ISBN: 978-984-29323-7-3

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সালাতের মতো মহা মূল্যবান নিয়ামত দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবিব রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যাঁর অসিলায় এই মহা নিয়ামত আমরা অর্জন করেছি।

আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। আসমান ও জমিনের মাঝে মানুষের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেওয়া এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতেরই। তবুও আফসোস, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ফরজ ইবাদতটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।

সালাত শুধু শরীরের কিছু অঙ্গভঙ্গি নয়, বরং এটি হৃদয়ের ইবাদত, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, ভক্তি ও বিনম্রতার প্রকাশ। কিন্তু আজকাল আমাদের সালাত হয়ে গেছে রোবটের মতো যান্ত্রিক কিছু উঠবস। সালাতে থাকে না কোনো প্রাণ, থাকে না ‘খুশু’ বা বিনয়ানত হৃদয়ের নিবেদন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা তাদের সালাতে বিনয় প্রকাশ করে।’

এই বইটি সেই যান্ত্রিকতা কাটিয়ে আমাদের সালাতে খুশু ফিরিয়ে আনার এক অসাধারণ উদ্যোগ। লেখিকা অত্যন্ত সহজ ও আন্তরিক ভাষায় সালাতের আজান থেকে শুরু করে অজু, পোশাক, পরিবেশ, অন্তরের অনুভূতি এবং প্রতিটি রুকন, দুআর অর্থ ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেন অর্থ বুঝে সালাতের দুআ ও তাসবিহ পড়া জরুরি, শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার কৌশল এবং সালাতের ভেতরের অধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের মূল্যবান দিকনির্দেশনা বইটিতে রয়েছে।

৬  সালাতের সুগন্ধি

এটি কেবলই একটি বই নয়, বরং প্রিয় রবের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তকে আনন্দময় ও ফলপ্রসূ করার একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা।

আমরা বিশ্বাস করি, বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং এর নির্দেশনাগুলো আমলে নিলে ইনশাআল্লাহ আপনার সালাতের মান বহুগুণে উন্নত হবে। আপনার সালাত হয়ে উঠবে সুগন্ধিময়, সফলতার সোপান এবং আল্লাহর সম্ভষ্টির মাধ্যম।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সালাতের প্রকৃত সুগন্ধি লাভ করার তাওফিক দিন। আমিন।

বিনীত

আজমিন আক্তার ইভা

info.iffah@gmail.com

পবা, রাজশাহী

১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়সূচি

সূচনাকথন

- সালাত বনাম আনন্দ ১৫
- আপনার ফোকাস ঠিক আছে তো? ১৬
- খুশু কী? ১৮
- আপনার সালাতে খুশু আছে কি? ২০
- আমরা সালাত কেন পড়ি? ২১
- এই বইটি কাদের জন্য? ২২
- কীভাবে আমরা সালাতে খুশু অর্জন করতে পারি? ২৩

প্রথম অধ্যায় : আজান : মফলতার ডাক

- জীবনে কোনোদিন আজান নিয়ে যা ভাবেননি ২৫
- একই কথা চারবার কেন? ২৭
- আজান আল্লাহর বাণী ৩১
- আজানের সুন্নাহসমূহ ৩২
- আজানের সময় করণীয় কাজগুলো সালাতে খুশু বাড়ায় ৩৩
- আজানের জন্য লটারি ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : পবিত্রতার প্রথম ধাপ : অজু

- অজু একটি ইবাদত ৩৮
- পবিত্রতার গুরুত্ব ৩৮
- অজু ছাড়া সালাত কবুল হয় না ৩৯
- কুবাবাসীদের আল্লাহ কেন ভালোবাসেন? ৪০
- পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ৪০
- খাঁটি নিয়তে ক্ষুদ্র আমলও মহান হয় ৪১
- আমরা কেন অজু করি? ৪২
- অজু গুনাহ মাফের মাধ্যম ৪২
- অজু প্রিয়নবির সাথে সাক্ষাতের সার্টিফিকেট ৪৩
- অজুর সময় যা মনে রাখবেন (সুন্নাহ) ৪৫
- অজুর একটি হারিয়ে যাওয়া আমল ৪৬
- মিসওয়াকের পুরস্কার ৪৭
- অজুর সংরক্ষণ এবং অজুর পর দুই রাকাত সালাত দ্বারা জন্মাত লাভ ৪৮

তৃতীয় অধ্যায় : যিনি সব সৌন্দর্যের উৎস, তাঁর জন্য মাজমুজ্জা

- পবিত্র মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি ৫১
- আপনার সর্বোত্তম পোশাকটি পরছেন তো? ৫২
- অপচয় ও অহংকার ৫৫

চতুর্থ অধ্যায় : মানাতের স্থান

- সালাতের পরিবেশ ও মনোযোগ ৫৭
- আমাদের গৃহে সালাতের স্থান নেই ৫৭
- পৃথিবীতে দুইটি জায়গায় সালাত নিষিদ্ধ ৫৮
- পুরুষদের জন্য মসজিদে সালাত ৫৯
- মহিলাদের ঘরে সালাত পড়া উত্তম ৬০

পঞ্চম অধ্যায় : অন্তরের অনুভূতি

- অন্তর্যাত্রার কথা ৬২
- প্রথম অনুভূতি: আল্লাহর প্রতি আশা (রজাআ) ৬৩
 - ❖ অন্তরে আশার অনুভূতি কীভাবে আনব? ৬৩
 - ❖ আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের ওপরে প্রাধান্য রাখে ৬৬
- দ্বিতীয় অনুভূতি: আল্লাহর প্রতি ভয় (খশিয়াত) ৬৭
 - ❖ ভয়ের অনুভূতি কেমন হবে? ৬৮
 - ❖ সবচাইতে বড় জ্ঞানী কে? ৬৯
 - ❖ আল্লাহর দিকে দৌড়াও ৭০
 - ❖ আশা আর ভয়ের ব্যালেন্স ৭১
- তৃতীয় অনুভূতি: আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা (মুহাব্বাহ) ৭২
 - ❖ আল্লাহকে কীভাবে ভালবাসব? ৭২
 - ❖ সব সৌন্দর্যের উৎস যিনি ৭৪
 - ❖ কোন কোন নিয়ামতকে আমরা অস্বীকার করব? ৭৫
 - ❖ সিংহ ছানার ভালোবাসা ৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : মাত্র ৪০ মিনিট

- ৪০ মিনিটের অঙ্ক ৭৮
- সালাতের খুশুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ টিপস ৮০
- কেন অর্থ বুঝে সালাতের দুআ ও তাসবিহ পড়া জরুরি? ৮০
- ভাষা কি একটি বাধা? ৮১
- আল্লাহর সাহায্য আসবেই ৮২

- মাছও যখন আপনার জন্য দুআ করে ৮৩

মস্তম অধ্যায় : শয়তানের ধোঁকা

- সালাত শুরু হওয়ার আগেই সতর্কতা ৮৪
- শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার কলাকৌশল ৮৪
 - ১. আয়াতুল কুরসি (সুরা বাকারা ২৫৫ নম্বর আয়াত) ৮৪
 - ২. তিন কুল : সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে ৮৫
 - ৩. সকাল-সন্ধ্যায় জিকির ৮৫
 - ৪. দুষ্ট শয়তানের ষড়যন্ত্র বানচাল করার উপায় ৮৬
 - ৫. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার দুআ ৮৭
 - ৬. কুরআন থেকে শিখি ৮৭
 - ৭. সারা দিনের জন্য শয়তান গায়েব ৮৮
 - ৮. সন্ধ্যায় উপনীত হলে করণীয় ৮৮
 - ৯. শয়তান থেকে বাঁচতে আরও যা করবেন ৮৮
 - ১০. মাত্র ৭ মিনিটেই শয়তান গায়েব ৮৯
 - ১১. সালাতের ভেতরে ও কিরাআতে শয়তানের উৎপাত ৮৯
 - ১২. শয়তানকে তাড়ানোর আরও পদ্ধতি ৯১
 - ১৩. সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করা ৯১
- বেছে নিন আপনার প্রেসক্রিপশন ৯২

অষ্টম অধ্যায় : এক ভুলে যাওয়া আমল

- সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ৯৩
- কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? ৯৩
- সালাত শুরুর আগে ১০টি মিনিট ৯৫
- সালাতের আগের ও পরের কাজে সতর্কতা ৯৬

নবম অধ্যায় : মানাত শুরু

- সংযোগ স্থাপন ৯৭
- ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলা একটি ইবাদত ৯৮
- একদমই তাড়াহুড়ো নয়! ৯৮
- ‘আল্লাহ্ আকবার’ : আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ৯৯
- সালাতে কেন বারবার আল্লাহ্ আকবার বলি? ৯৯
- যখন মন ও মুখ ভিন্ন কথা বলে ১০০
- ‘আল্লাহ্ আকবার’ : পাঁচটি জিনিসের স্মরণ ১০১

- আমাদের দ্বীনের মূল কথা ১৩৯
- দুনিয়াতে আমাদের উদ্দেশ্য কী? ১৪০
- 'থ্যাঙ্ক ইউ' শুনতে পছন্দ করেন? ১৪১
- একটা গোপন আমল ১৪২
- 'রিয়া' আমাদের সঙ্গী ১৪৩
- চাইব কার কাছে? ১৪৩
- কুরআনের সর্বপ্রথম দুআ ১৪৪
- 'সিরাত' কেন? সিরাতের ৫টি বৈশিষ্ট্য ১৪৫
- আখিরাতের সিরাত ১৪৬
- 'সিরাত' ও 'মুজাক্কিম' দুইবার কেন? ১৪৭
- কোন পথ চাই আমরা? ১৪৯
- আপনি কোন পথে? ১৫০
- কোন সেই দুইটি পথ, যা আমরা চাই না? ১৫০
- প্রথম দল: মাগদুব, দ্বিতীয় দল: দল্লিন ১৫০
- 'আমিন' অর্থ কী? ১৫১
- আমার-আপনার আমিন বলা কেমন হবে? ১৫২
- সুরা ফাতিহা বোনাস ১৫২

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিস্ময়কর রুকু

- রুকু নিয়ে কখনো এভাবে ভাবেননি ১৫৫
- আসুন বড় চোর ধরি ১৫৬
- নতুন নতুন তাসবিহ পড়ে রুকুতে মনোযোগ বাড়াই ১৫৭
- আমরা কি আর কোনো তাসবিহ রুকুতে পড়তে পারি? ১৫৯
- অধিক সময় ধরে যে দুআটি প্রিয়নবি রুকুতে পড়তেন— ১৫৯
- ছোটবেলার ঈদ আনন্দ বড়বেলাতে ১৬১
- কিয়ামের সমান রুকু ও আমাদের লজ্জা ১৬১

চতুর্দশ অধ্যায় : দেড় হাজার বছর ধরে একটিমাত্র কথা

- হাজার বছর ধরে বলা এক কথা ১৬৩
- 'আল্লাহু আকবার' কেন বলি না? ১৬৫
- আল্লাহর প্রশংসা আরও বাড়িয়ে করুন ১৬৬
- আকাশ-মাটি ভরতি করে আল্লাহর প্রশংসা ১৬৭

পঞ্চদশ অধ্যায় : যখন আমরা রবের সবচাইতে নিকটে

- সিজদার পূর্বে কৃতজ্ঞ অন্তর ১৬৯

১২ 📖 সালাতের সুগন্ধি

- সালাতে কেন সিজদা দিই? ১৭০
- নতুনরূপে সিজদা দিই ১৭১
- সিজদাতে দুআর শক্তি ১৭৩
- শুধু রয়ে যাবে এই সিজদা ১৭৪
- কেমন ছিল প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা.-এর সিজদা? ১৭৪
- সিজদার একটি স্পেশাল তাসবিহ ১৭৫
- দ্বিতীয় সিজদার মাহাত্ম্য ১৭৬
- সিজদাকারীদের পুরস্কার জান্নাত ১৭৭
- আপনার কি অজুহাত আছে? ১৭৮

ষোড়শ অধ্যায় : ‘মেডেন টু হেডেন’

- দুই সিজদার মাঝের দুআ ১৭৯
- দুই সিজদার মাঝে দুআর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৮০
- প্রিয়নবি সা.-এর আরও একটি দুআ ১৮৩

মস্তদশ অধ্যায় : যখন আপনার মানাম হাজার মাইল ভ্রমণ করে

- তাশাহুদের বিশ্লেষণ : জীবনে যা ভুলবেন না ১৮৫
- আপনার সালাম ভ্রমণ করে হাজার মাইল ১৮৬
- প্রিয়নবিকে কীভাবে সালাম দেবেন? ১৮৭
- আল্লাহর প্রিয় বান্দারা প্রতিদিন আপনার জন্য দুআ করে ১৮৮
- তাওহীদের ঘোষণা ১৮৯

অষ্টাদশ অধ্যায় : প্রিয়নবি সা.-এর প্রতি মানাত (দরুদ) প্রেরণ

- প্রিয়নবির প্রতি ভালোবাসা ১৯০
- দরুদ পাঠের উপকারিতা ১৯২
- আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবি সা.-এর ওপর দরুদ পড়েন ১৯২
- দরুদ দুআ কবুলের মাধ্যম ১৯৪
- ইবরাহিম আ.-এর নাম দরুদে কেন বলা হয়? ১৯৪
- মমতাময়ী মায়ের কবরে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. ১৯৬

ঊনবিংশ অধ্যায় : একটি অবহেলিত উপহার

- হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সময় ১৯৮
- একটি প্রচলিত ভুল ২০০
- আরও যেসব দুআ করতে পারেন ২০০
- এই দুআটি না পড়ে সালাম ফিরবেন না ২০১



সূচনাকথন

সালাত বনাম আনন্দ

শেষ কবে আপনি আনন্দের সাথে সালাত আদায় করেছেন? সেই সালাত, যা এতই প্রশান্তির ছিল, যে আপনি এক ওয়াক্ত থেকে আরেক ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষার সবর করতে পারেননি! ফজর আদায় করে ভেবেছেন কখন হবে জোহর! জোহরের পর ভেবেছেন কখন আসবে আছর! আছরের পর অস্তির হয়ে ভেবেছেন কখন আসবে মাগরিব আর আপনার প্রিয় রবের সাথে সাক্ষাৎ হবে! শেষ কবে এমন অনুভূতি হয়েছে আপনার? মনে পড়ছে কি?

আসমান এবং জমিনের ভেতরে মানুষের জন্য যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিধান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়ে থাকেন তা হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত। কিন্তু আফসোস! সালাত আল্লাহ তাআলার দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলেও আমাদের জীবনে সেটা সব চাইতে বেশি অবহেলিত!

আমরা তাহাজ্জুদের সালাত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাই, আমরা দোহা-চাশতের সালাত নিয়ে যাকে তাকে প্রশ্ন করি...আচ্ছা! এগুলো কি

একই সালাত? মনে খুবই এই সালাতগুলো আদায় করতে ইচ্ছে হয়! কোন দুআ পড়লে কত লাখ নেকি পাওয়া যাবে এটা জানার জন্য এদিক-সেদিক ছোট্টাছুটি করি, মানুষকে জিজ্ঞেস করি, বই-পুস্তক খুঁজি। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, যে সালাত আমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে সেই ফরজ সালাতের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা, গুরুত্ব কিংবা সচেতনতা নাই। নিজের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে কখনো আমরা পোস্টমর্টেম করে দেখি না, কত ভুলেই না ভরা সেগুলো!

আমরা ফরজের আসল দায়িত্বকে অবহেলা করে নফল ইবাদতের পেছনে ছুটে চলি। অথচ ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিতে হবে ফরজ আমলকে। নফল ইবাদত তখনই মূল্যবান হয়, যখন ফরজ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে আদায় করা হয়। তাই আমাদের ভাবা উচিত, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার প্রথম ধাপ হলো ফরজ সালাত ঠিকমতো আদায় করা, এরপর নফল ও অতিরিক্ত ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া।

আপনার ফোকাস ঠিক আছে তো?

কত কিছু দিয়ে ব্যস্ততায় সাজিয়েছি আমাদের এই জীবন! এমনকি আমাদের অনেকের ব্যস্ততা আল্লাহর পথেই। অনেকে ইসলামিক পড়াশোনা করেন, স্কলারদের লেকচার শুনেন, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন, কুরআন শিখেন, মাদরাসায় পড়াশোনা করেন; কিন্তু নিজের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগই জিরো!

অনেকেই আবার সালাতের সময়কে ঘিরে অত্যন্ত যত্নশীল থাকেন; সময় হলেই সালাতে দাঁড়িয়ে পড়েন, কিন্তু সেই দাঁড়ানো হয় প্রায় রোবটের মতো যান্ত্রিক ভঙ্গিতে। তারা শুধু এটুকুই ভেবে সন্তুষ্ট নেন যে, ‘আমি তো সময়মতো সালাত আদায় করছি’। অথচ সেই সালাতে কোনো প্রাণ নেই, নেই খুশ-খুজু বা হৃদয়ের বিনীত নিবেদন। তবুও তারা এতে কোনো উদ্বেগ অনুভব করেন না, যেন সালাত শুধু দেহের একটি কাজ, আত্মার নয়। এরকম ভাবনা থাকলে, সম্পূর্ণ ভুলের মধ্যে আছেন আপনি। কারণ, খুশবিহীন সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায়

করলেও সেটা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। আপনি যদি সত্যিই এরকম ভেবে থাকেন, তাহলে এই বইয়ের প্রতিটি কথা, প্রতিটি সতর্কবার্তা আপনার জন্যই। অনুগ্রহ করে মনোযোগ বাড়িয়ে দিন। বইটি পড়ার সাথে সাথে এর কথাগুলো এমনভাবে অন্তরে ধারণ করবেন যেন আপনার জীবনে পরিবর্তন আসে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়, আর আপনার সালাত আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়।

আল্লাহ তাআলা সুরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতের একাংশে উল্লেখ করেছেন, ‘নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে’।

এবং আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. বলেছেন, ‘.... সালাত মানুষকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে’।^১

আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করেই যদি আমরা এতটা প্রশান্তি পাই, তাহলে আমার-আপনার জীবনে এত গুনাহ কেন বলেন তো? তার মানে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করলেও আমাদের সেই সালাতে খুঁশু নেই, মনোযোগ নেই, আছে গন্ডগোল আর গাঁজামিল!

হাশরের ময়দানে তো সালাতের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে। সেখানেই যদি আমি-আপনি ফেইল করি তাহলে কী হবে আমাদের এত ভালো ভালো আমল করে!

সহিহ হাদিসে প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা. বলেছেন,

কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাত্মে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো সালাত। সুতরাং তা সঠিক হয়ে থাকলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ অন্য সকল আমল নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।^২

অর্থাৎ আপনার সালাত যদি জান্নাতি হয়, তাহলে আপনার অন্যান্য ভালো আমল, দান-সদকা, হজ, জাকাত সব আপনার সালাতকে অনুসরণ করবে জান্নাতের পথে। আর যদি আপনার সালাত জাহান্নামি

^১. মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৭৭৮।

^২. তাবারানি, মুজাম্মুল আওসাত, হা/১৮৫৯।

সালাতকে একটা কঠিন বোঝা মনে হয়। সালাতের সময় হলে সবাইকে ডাকাডাকি আর ঠেলাঠেলিতেই এটা প্রমাণিত হয়। আনন্দ নিয়ে কেউই সালাতে দাঁড়ায় না!

আচ্ছা, চিন্তা করুন তো আমরা কেন খাবার খাই? শুধু কি জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা খাই? আনন্দের জন্য খাই না? মনের শান্তির জন্য, চোখের শান্তির জন্য খাই না? কতকিছু দিয়ে টেবিল সাজাই আমরা! প্রথমে স্টার্টার খাই। তারপরে আমরা মেইন ডিশ খাই। সালাদ খাই। ডেসার্ট খাই। প্রতিদিন নতুন নতুন মেনু হলে তৃপ্তি পাই খাওয়াতে। কত নতুন নতুন রেসিপি আমরা ট্রাই করি শুধু খাবারের আনন্দ বাড়ানোর জন্য। মানুষ যখন খাবার খায়, তখন শুধু ক্ষুধা মেটায় না, সুস্থতা, স্বাদ এবং আনন্দও লাভ করে। খাবার যদি সুস্বাদু হয়, মন ভরে খেলে যে প্রশান্তি পাওয়া যায় তা অস্বীকার করার নয়। বাঁচার জন্য এবং সুস্থতা বজায় রাখা প্রধান উদ্দেশ্য হলেও খাওয়াকে কি আমরা আনন্দময় করিনি?

যখন কেউ খাবারের আগে শুভ কামনা করে বা উইশ করে তখন বলে, ‘এনজয় ইওর লাঞ্চ’ বা ‘এনজয় ইওর ডিনার’ তাই না? কই কেউ তো এভাবে বলে না, ‘যাও জীবন বাঁচানোর জন্য খেয়ে নাও!’ যেমন আমরা স্বাদ ও সুস্থতার জন্য খাবার খেয়ে আনন্দ উপভোগ করি, তেমনই সালাতকেও কেন আমরা হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মার আনন্দের উৎস হিসেবে নিতে পারি না? সালাতে আমরা কেন মজা পাই না? আমরা কেন আনন্দ নিয়ে সালাতে দাঁড়াই না? সালাতকে কেন আমরা মনের মতো সাজাই না!

এই বইটি কাদের জন্য?

এতক্ষণের কথায় আপনারা বুঝতে পারছেন যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে। যারা সালাতই পড়ে না তাদের কথা তো ভিন্ন। আপনার কাছে আন্তরিক অনুরোধ, এখনই সময় আপনার সালাত নিয়ে চিন্তা করার। আপনার সালাতে কেন প্রাণ নাই, সেটার খোঁজ করুন। আপনার সালাতকে আপগ্রেড করুন। যে বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তাআলা

আমাদেরকে দিয়েছেন, সময় থাকতে সেটার উন্নয়নে মনোযোগ দিন। এই বইটি তাদের জন্য সহায়িকা, যারা তাদের সালাতকে উন্নত করতে চান। যারা তার রবের সাথে মজবুত কানেকশন তৈরি করতে চান। বইটি পড়লে জানতে পারবেন কীভাবে আপনার সালাত আনন্দময় হবে। আপনার সালাতের খুশুর গোপন দরজা খুলে যাবে। আপনার সালাত খুশু দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

‘সালাতের সুগন্ধি’ একটি পরিপূর্ণ গাইড, যেখানে সালাতে কীভাবে খুশু অর্জন করা যায় সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শাইখ মুহাম্মদ বায়ুর, শাইখ এবং ইমাম এপিক মসজিদ, টেক্সাস, আমেরিকা—যিনি অনেক বছর ধরে নিরলসভাবে সালাতে খুশু বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর সালাত-বিষয়ক আলোচনা, পরামর্শ অনুসরণ করে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন। শাইখ মুহাম্মদ বায়ুর পরিবেশিত সালাত-বিষয়ক লেকচার সিরিজের (ইংরেজি) মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা এই বইটি যদি আপনি মনোযোগের সাথে পড়েন, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, বইটি পড়া শেষে আপনার সালাত হবে আগের চেয়ে উন্নত, আর আপনি পাবেন সালাতের সেই অনন্য স্বাদ ও সুগন্ধি—যা আগে কোনো দিনও অনুভব করেননি।

কীভাবে আমরা সালাতে খুশু অর্জন করতে পারি?

সালাত হলো মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, অথচ অনেক সময় আমাদের সালাত শুধু বাহ্যিক রুকু-সিজদায় সীমাবদ্ধ থাকে। খুশু অর্থাৎ আল্লাহর সামনে মনোযোগ ও বিনয় সালাতের প্রাণশক্তি হলেও আমরা প্রায়ই তা অনুভব করতে ব্যর্থ হই।

এই বইটিতে আমরা ধীরে ধীরে শিখব কীভাবে আমাদের সালাতকে উন্নত করা যায়, কীভাবে সালাতের সুগন্ধি পাওয়া যায়, কীভাবে আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করলে সালাতের খুশু বৃদ্ধি পায়। আজান থেকে শুরু করে সালামের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কীভাবে অন্তরের উপস্থিতি, প্রশান্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব তা সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

বইটির পাতায় পাতায় রয়েছে সালাতের খুশু বাড়ানোর গোপন চাবি।
ধীরে ধীরে সেই চাবিগুলো দিয়ে আমরা একটা একটা করে সালাতের
খুশুর দরজাগুলো খুলব, ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা প্রথম চাবিটি
ব্যবহার করব।

আপনি কী প্রস্তুত?

চলুন শুরু করা যাক।

বিসমিল্লাহ...



অধ্যায়-০১

আজান : মফলতার ডাক

জীবনে কোনোদিন আজান নিয়ে যা ভাবেননি

একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে সাহাবি বিলাল রা.-এর সম্পর্কে, যিনি প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা.-এর সময়ে আজান দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের অনেক বছর পরে এমন একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে, যা জানলে আপনার অন্তর বিদীর্ণ হবে নিশ্চিত।

প্রিয়নবি সা.-এর মৃত্যুর অনেক বছর পরের ঘটনা, বিলাল রা. তখন দামেশকে বসবাস করছিলেন। নবি সা.-এর মৃত্যুর পর বিলাল রা. এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, আর কোনোদিন আজান দেবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন। কারণ, এই আজান এবং প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সা.-এর সাথেই জড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য স্মৃতি। প্রিয়নবির বিয়োগ ব্যথা ভুলতেই তিনি আজানকেও ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন।

একদিন, কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের প্রিয় সাহাবি বিলাল রা.-কে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি আবার আজান দেন। কারণ সকলেই নবি সা.-এর সময়কার সেই বিশেষ আজানের ধ্বনি শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তারা বিলাল রা.-কে অনুরোধ করে বললেন, ‘আপনার আজানের সুর আমাদের স্মৃতিতে নবি সা.-এর যুগকে জীবিত করে তুলবে, আমরা আবার সেই পবিত্র সময়ের আবেশ অনুভব করতে চাই।’

এই অসাধারণ ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবিরা আজান শোনার পর শুধু তা শুনেই সন্তুষ্ট হতেন না, বরং তাঁদের অন্তর গভীরভাবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং নবি সা.-এর প্রতি এক অগাধ শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে যেত।

সাহাবিরা যখন আজান শুনতেন, তাঁরা আল্লাহ ও নবি মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতেন। তাঁরা বুঝতেন যে আজান একটি পবিত্র আহ্বান, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আজান শোনার পর তাঁরা দ্রুত সালাতের জন্য প্রস্তুত হতেন। সালাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং সাহাবিরা জানতেন যে, আজান হচ্ছে সেই সালাতের আহ্বান। তাই তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব সালাতে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নিতেন।

চলুন চিন্তা করা যাক, এই জায়গাটায় আমরা হলে কী করতাম? আমরা ভাবতাম, এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আজান হচ্ছে হোক, হাতের কাজটা গুছাব, তারপরেই না হেলেদুলে সালাতে যাব! এরকম আমরা অহরহ, প্রতিদিনই করে থাকি। রান্না শেষ করে নিই, মিটিংটা শেষ করি, ফোনে কথা বলাটা শেষ করি অথবা সামনে খেলা বা সিনেমা যদি চলতে থাকে তাহলে তো কথাই নেই! আজান হচ্ছে হোক, চূড়ান্ত-ক্লাইম্যাক্স সিনটা মিস করা যাবে না! কারণ, আজানের মর্ম আমরা বুঝি না।

মুয়াজ্জিন সাহেব বলছেন, ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আবার বলেন, ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আমরা সেটার তোয়াক্কা না করে বলছি, আমার হাতের কাজটাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই খেলাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই সিনেমাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ, ফোনে কথা বলাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ! দুনিয়ার কাজই আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ—এরকমই আমাদের বেশিরভাগের মনোভাব।

একই কথা চারবার কেন?

খেয়াল করেছেন কখনো আজানের শুরুতে ‘আল্লাহু আকবার’ চারবার বলা হয় কেন? অর্থাৎ একই কথা বারবার বলা হয়। একবার বললেই

তো হতো! অথবা দুইবার? চারবার কেন! আজানের ভেতরে অন্য কথাগুলোও কমপক্ষে দুইবার করে রিপিট করা হয়েছে। কেন? এর উত্তর কখনো খোঁজার চেষ্টা করেছেন?

একই কথা বারবার বলা হচ্ছে, কারণ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনার জীবনে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। সমস্ত কিছুর চাইতে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সমস্ত কাজ ফেলে আপনি আল্লাহর দিকে আসুন। বারবার একই কথা বলার পরেও যদি আপনার কানে সেগুলো না ঢুকে, তাহলে তারপরে মুয়াজ্জিন সাহেব কী বলছেন শুনুন।

তিনি বলেন, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই’। অথচ এটা শুনেও আপনি কী করেছেন? আপনি কি সত্যিই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই? আপনি তো টাকার উপাসনা করছেন, আপনার চাকরির উপাসনা করছেন, আপনার অফিসের বসের উপাসনা করছেন, আপনি আপনার নফসের উপাসনা করছেন, আপনি এই দুনিয়াদারির উপাসনা করছেন। কি, করছেন না?

এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে?

আপনাকে সৃষ্টি করেছেন কে?

জান্নাত জাহান্নামের সৃষ্টিকারী কে?

কে আপনার কাজের সফলতা দান করেন?

পৃথিবী তৈরির ৫০ হাজার বছর আগে কে এসমস্ত কিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছেন?

আপনার জীবনে আজকে কী হবে, কালকে কী হবে, ১০ বছর পরে কী হবে—সমস্ত কিছু লিখিত আছে। যে সালাতকে পাশ কাটিয়ে, মুয়াজ্জিনের ডাক উপেক্ষা করে আপনি জব ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, প্রমোশনের জন্য মিটিং করছেন, পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়াশোনা করছেন—এই সবগুলোর সফলতার কন্ট্রোল কার কাছে? সফলতার



অধ্যায়-০৩

যিনি সব মৌন্দর্যের উৎস, তাঁর জন্য মাজসজ্জা

﴿يٰٓيُنٰىءِآدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ‘হে বনি আদম!
প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান
করো’। (সূরা আল-আরাফ: ৩১)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে উত্তম সাজসজ্জা
নিয়ে সালাতে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছেন।

তাফসির আহসানুল বায়ানে অত্র আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে,
উত্তম সাজসজ্জা বলতে এখানে পোশাক-পরিচ্ছদকে বোঝানো হয়েছে।

এই আয়াতে زِيْنَةٌ (সৌন্দর্য) বলতে পোশাক বুঝানো হয়েছে।^{৪১}

পবিত্র মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি

সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে আমাদের
সাক্ষাৎ হবে, তিনি আমাদের কথা শুনবেন তাহলে কীভাবে আমরা এই
সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হব? প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা যখন
সালাতে দাঁড়াই, তখন মনে রাখতে হবে আমি এখন দুনিয়ার কোনো
মানুষের সামনে নই; আমি দাঁড়িয়েছি আসমান-জমিনের মালিক, মহান

^{৪১}. সূরা আল-আরাফ: ৩১; তাফসির আহসানুল বায়ান, পৃ. ৩০৫।

রবের দরবারে। একজন দাস যেমন তার প্রভুর সামনে বিনয় ও ভক্তি-সহ দাঁড়ায়, তেমনই আমাদেরও আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে সর্বোচ্চ বিনয়, শ্রদ্ধা আর পবিত্রতার সাথে। তাই আপনি যখন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়াবেন তখন সুন্দর পোশাক পরুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন, সুগন্ধি ব্যবহার করুন, মুখ পরিষ্কার রাখুন এবং নিজের মনকে বিনয়ী রাখুন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়ানোর সময় আপনার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিত করুন।

যদি জানতেন এটাই জীবনের শেষ সালাত, তবে নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ মনোযোগ ও প্রস্তুতি নিয়ে সালাতে দাঁড়াতেন। প্রতিটি সালাতকে ঠিক সেভাবেই আদায় করুন, যেন এটি আপনার জীবনের সর্বশেষ সালাত হতে যাচ্ছে!

প্রতিদিন পৃথিবীর অগণিত মুসলিম মৃত্যুবরণ করছে। হয়তো তারা ভেবেছিল পরবর্তী সালাতে আমি আরও বেশি মনোযোগী হব, আরও খুশ-খুজু নিয়ে দাঁড়াব। কিন্তু তারা সেই সুযোগ আর পায়নি। মৃত্যু হঠাৎ করেই এসে গেছে, সালাতে মনোযোগী হওয়ার সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্ত তারা আর ফিরে পায়নি। তাই, হে মুমিন! আপনি যেন সেই ভুল না করেন। আপনি যেন মনে করেন এই শেষবারের মতো আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়েছি। তাই যখনই সালাত পড়বেন সেটাই আপনার জীবনের শেষ সালাত হতে পারে ধরে নিয়ে তার জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

আপনার সর্বোত্তম পোশাকটি পরছেন তো?

বাজারে খুব সুন্দর একটি পোশাক দেখে কখনো কি ভেবেছেন এই পোশাকটি পরে আমি আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করব? সালাতে দাঁড়াব? এই সুন্দর পোশাকটি আমি শুধু সালাতের জন্য কিনতে চাই! আমাদের চারপাশে খুব কম মানুষই এরকম ভাবেন।

খুব সুন্দর পোশাক দেখলেই আমাদের প্রথমেই চিন্তা হয় এটি আমি অমুক পার্টিতে বা অমুক উৎসবে পরব, যাতে এত সুন্দর পোশাক দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারি! এই জীবনে বিভিন্ন

পড়তে গেলে সেখানে শরিয়তের কোনো বাধা নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মসজিদে মহিলাদের জন্য সালাতের সুব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশে এইরকম ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নিরাপত্তা ও ফিতনার ভয় থাকলে ঘরে সালাত পড়া শ্রেয়।

সালাতের জন্য একটি উত্তম স্থান, পরিষ্কার সিজদার জায়গা সালাতের খুশু বাড়িয়ে দিতে পারে অনেক বেশি।



করেও আমাদের কোনো অনুভূতি হয় না! এসময় আমরা একদম অনুভূতিশূন্য থাকি। আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আমাদের ভেতর কোনো ইমোশন বা ফিলিংস কাজ করে না কেন? এর কারণ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না কী ধরনের অনুভূতি, কী ধরনের আবেগ বা কী ধরনের ইমোশন এখানে আমরা প্রয়োগ করতে পারি? আমি নিশ্চিত করে বলছি, এখন যা জানতে পারবেন সেটা আপনার সালাতের অনুভূতিকে বদলে দেবে আজকে থেকেই ইনশাআল্লাহ।

আমরা এখন তিন ধরনের অনুভূতির কথা জানব, যেগুলো সালাতের মধ্যে নিজেদের অন্তরে আনার চেষ্টা করলে আমাদের সালাত হবে প্রাণবন্ত এবং থাকবে খুশি দিয়ে পরিপূর্ণ।

প্রথম অনুভূতি: আল্লাহর প্রতি আশা (الرجاء - রজাআ)

আমাদের প্রথম অনুভূতির নাম আশা।

গুনাহ করেনি এরকম কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে নেই। কত পাপ, কত গুনাহ হয়ে গেছে সারাটা জীবন ধরে তার তো কোনো হিসাব নেই। সালাতে দাঁড়ানোর আগে অন্তরে এই আশা রাখতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করবেন। তিনি গফুরুর রহিম, তিনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

অন্তরে আশার অনুভূতি কীভাবে আনব?

সালাতে দাঁড়ানোর আগে অন্তরে এই আশার অনুভূতিটা কীভাবে আনতে হবে তা অনেকেই বুঝতে পারে না। আশার অনুভূতি অন্তরে ধারণ করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। যত বেশি আল্লাহকে জানবেন, চিনবেন তত বেশি অন্তরে এই অনুভূতি আসবে। মহান রবের পরিচয় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ বলেই আমাদের ইবাদতে কোনো মনোযোগ থাকে না, ইবাদতে আমরা কোনো আনন্দ পাই না।



অধ্যায়-০৬

মাত্র ৪০ মিনিট

৪০ মিনিটের অঙ্ক

এবার আসুন মাত্র ৪০ মিনিটের অঙ্কটা একটু বুঝে নিই।

খুশি অর্থ কিন্তু এরকম না যে আপনি সালাতের ভেতরে এতটাই মনোযোগ দিয়েছেন যে আপনার মন আর অন্যদিকে ঘুরবে না। মন অন্যদিকে চলে যেতে পারে কিন্তু সেখান থেকে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং অন্তরকে ওই মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত রাখা খুশির অন্তর্ভুক্ত।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন সালাতের ভেতরে মনটাকে বেঁধে রাখা খুবই কঠিন একটা কাজ। আসলে কিন্তু সেটা নয়, এটি খুবই সহজ কাজ।

চিন্তা করে দেখুন তো প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়তে আপনার কত মিনিট সময় লাগে? ধরা যাক, একটা মোটামুটি ধীরস্থির সালাতের জন্য এক ওয়াক্তে আট মিনিটের মতো সময় লাগে। অর্থাৎ $5 \times 8 = 40$ । (এটি একটি অনুমিত নাম্বার, অ্যাভারেজ সময় ধরা হয়েছে। এটি সালাতের ধীরস্থিরতার মানদণ্ড নয়।) তাহলে একদিনে মাত্র ৪০ মিনিট কসরত করতে হবে আপনাকে এই অন্তরকে সালাতের ভেতরে উপস্থিত রাখার জন্য। সারা দিনে মাত্র ৪০ মিনিট আপনি আপনার রবকে স্মরণ করতে পারবেন না? মাত্র চল্লিশ মিনিট আল্লাহর জন্য! বাকি ২৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট তো থাকছে আপনার নিজের জন্য। যেটা দিয়ে আপনি

সুরা ফাতিহা টাইম টেস্ট

আসুন একটি টাইম টেস্ট করা যাক। আপনি হাতে একটি স্টপ ওয়াচ নিন এবং সুরা ফাতিহা পাঠ করুন। দেখুন আপনার কতটুকু সময় লাগে। যদি ১০ সেকেন্ডের মতো লাগে তাহলে বুঝতে হবে আপনার পড়া রেলগাড়ির চাইতেও দ্রুত গতির এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি মিনিমাম ৩০ সেকেন্ড বা এর বেশি লাগে তাহলে বুঝতে হবে আপনি ধীরস্থিরতার সাথে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন। এখানে কিছু এটা বলা হচ্ছে না যে, লম্বা সময় নিয়ে পড়লেই ভালো, তা কিছু নয়। বরং প্রতিটা আয়াতের শেষে একটু পজ নিয়ে অর্থ বুঝে পড়াটাই উত্তম। অর্থাৎ, স্থিরতার সাথে স্বাভাবিক নিয়মে আপনি সুরা ফাতিহা প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করবেন এতে আপনার যতটুকু সময় লাগে লাগুক এবং প্রত্যেক আয়াত শেষে একটু থেমে আবার দ্বিতীয় আয়াত শুরু করবেন।

আপনার জীবনের শেষ সুযোগ

আজ আপনি সালাতের খুশু খুঁজতে এই বইটি পড়ছেন। হতে পারে এটাই আপনার জীবনের শেষ সুযোগ। চলুন সুযোগটি কাজে লাগাই। এই সুরার প্রতিটি আয়াত প্রতিটি শব্দ আমরা এখন বিশ্লেষণ করব, যেন আমরা এর মর্মার্থ বুঝতে পারি, যেন এটি আমরা অন্তরে ধারণ করে সালাতে দাঁড়াতে পারি।

প্রথম আয়াত শুরু করি—

"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি এই জগৎসমূহের প্রতিপালক।

‘আলহামদুলিল্লাহ’-এখানে ‘হামদ’ শব্দটা আসে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে। ‘হামদ’ শব্দটি আরবি ভাষায় এমন একটি শব্দ যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা, মহিমা, এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও দয়ার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করি।



অধ্যায়-১৩

বিস্ময়কর রুকু

এখন আমরা রুকুতে যাওয়ার পজিশনে চলে এসেছি। সুরা ফাতিহা পড়ার পরে আমরা কুরআনের যেকোনো সুরা বা সুরার কয়েকটি আয়াত মিলিয়ে পড়ি। সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা মিলিয়ে পড়ার সময় হয়তো আমরা ইমোশন, আমাদের অনুভূতি, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, মনোযোগ ধরে রাখতে পারি, কিন্তু যেই আমরা রুকুতে যাই তখন অনেকেরই মনোযোগ হারিয়ে যায়। অনেকেই বুঝতে পারেন না এই রুকুতে কীভাবে মনোযোগ ধরে রাখা যায়। সালাতের সময় রুকু হলো সেই মুহূর্ত যখন বান্দা বিনম্রভাবে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে বলে, হে আমার মহান রব, আপনি মহিমান্বিত। কিন্তু আমরা প্রায়ই রুকুতে মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না। আমরা মুখে তাসবিহ বলি, কিন্তু এর অর্থ ও মাহাত্ম্য গভীরভাবে অনুভব করি না। ফলে জিহ্বা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তর সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। অনেক সময় আমরা রুকুকে শুধু সালাতের একটি আনুষ্ঠানিক অংশ মনে করি। সালাতে দাঁড়ানোর পরও মনের ভেতর চাকরি, ব্যবসা, পরিবার বা অন্যান্য চিন্তা ঘুরতে থাকে। ফলে রুকুতে মন আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত হয় না। রুকুতে দাঁড়িয়ে যদি আমরা সত্যিকারের বিনম্রতা অনুভব না করি, তবে শুধু দেহ নত হলেও অন্তর আল্লাহর সামনে নত হয় না।

রুকু নিয়ে কখনো এভাবে ভাবেননি

আজকে এই বইটি পড়ার পর হতে আপনি রুকু নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। সালাতে আপনার রুকু পরিবর্তন হবে সারা জীবনের জন্য, ইনশাআল্লাহ।

স্মরণ করুন, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আপনাকে কতটা ভালোবাসেন। আপনার জীবনটাকে কতটা নিয়ামত দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। আপনি তাঁকে ভালোবাসেন কিনা সেটা তিনি বিচার করেন না। তিনি আপনার ভালোবাসার মুখাপেক্ষী নন। তাহলে রুকুতে যাওয়ার আগে আপনি এভাবে চিন্তা করুন—এইতো আপনার সুযোগ সেই নিয়ামতের শুকরিয়া করার, সর্বোচ্চ গ্রেটফুল হওয়া তাঁর প্রতি যিনি এই সব নিয়ামতের মালিক। এই তো সুযোগ আপনার সমস্ত বিনয়, নম্রতা ঢেলে দিয়ে মাথা নুইয়ে আপনার দাসত্বের প্রমাণ দেওয়ার!

এভাবে ভাবুন, আপনি যে আজকে পিঠ বাঁকিয়েছেন, মাথা নিচু করেছেন, দুই হাঁটুতে ভর দিয়েছেন দুই হাত দিয়ে, এর ক্ষমতা কে দিয়েছে আপনাকে? এর জন্য কে আপনাকে মনোনীত করেছে? এত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আপনাকে নির্বাচন করেছেন তাঁর সামনে এভাবে মাথানত করার জন্য! আপনি তাঁর মনোনীত বান্দা। যারা নিয়মিত আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার সামনে রুকুর মাধ্যমে মাথা নত করে থাকেন, সেই দলে তিনি शामिल করেছেন আপনাকে আজ! আল্লাহ্ আকবার!

আরও ভাবুন, পৃথিবীতে কত মানুষ রয়েছে যারা গরুর উপাসনা করে, অনেকে হাঁদুর উপাসনা করে আবার কেউ সাপের উপাসনা করে। এমনকি অনেকে মানুষের উপাসনাও করে থাকে। আর শয়তানের পূজারি দিয়ে তো এ পৃথিবীটাই ভরা! অথচ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা দয়া করে আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি! যদি আপনি ওই সমস্ত ধর্মের অনুসারী হতেন, ওই সমস্ত পশু পূজারি হতেন তাহলে কী অবস্থা হতো আপনার! চিন্তা করে দেখুন তো! তাহলে কি আপনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াবেন না? আপনার সমস্ত ভালোবাসা, আন্তরিকতা, বিনয় আর খুশি দিয়ে রুকুটাকে সাজাবেন না?